দিন ঘোষণা হতেই জেলায় জেলায় তৎপরতা

কোভিড বিধি মেনে ভোট প্রস্তুতি শুরু প্রশাসনের

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম ও নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : সর্বদলীয় বৈঠক করে নির্বাচনী নির্ঘণ্টের নিয়মাবলী জানিয়ে দিল জেলা প্রশাসন। শুক্রবারই দিল্লি থেকে নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে। আর শনিবারই জেলা কালেক্টরেটে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক রশ্মি কোমল ও পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নির্বাচন বিধি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। ওই বৈঠকে শাসকদল তৃণমূলের পক্ষ থেকে হাজির ছিলেন মদন ভট্টাচার্য, উত্তম রায়। বিজেপির পক্ষে ছিলেন শিবু পানিগ্রাহী। সিপিএমের পক্ষে ছিলেন কীর্ত্তি দে বক্সি, অশোক ঘোষ প্রমুখ। আগামী ২ মে ফলাফল ঘোষণা। নির্বাচন বিধি লাগু থাকবে ৪ মে পর্যন্ত।

ঝাড়গ্রাম জেলার চারটে বিধানসভায় নির্বাচন ২৭ মার্চ। নির্বাচন কমিশনের বিধি নিষেধ মেনে জেলার সব কটি বুথেই থাকবে কোভিড সংক্রান্ত নানা বিধি নিষেধ। জেলায় দুটি অস্থায়ী বুধ হচ্ছে। এছাড়াও থাকছে ঝাড়গ্রাম জেলায় মহিলা পরিচালিত বুথ। শনিবার নির্বাচন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি নিয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানি, ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। বৈঠকে ঝাড়গ্রাম জেলার নির্বাচন সংক্রান্ত নানা তথ্য তুলে দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট বিধানসভা হল চারটি। ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, বিনপুর। এগুলির মধ্যে নয়াগ্রাম এবং বিনপুর তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত। ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ভোটার রয়েছে ৯১১৬৫৪ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার হল ৪৫৭০৫৭, মহিলা ভোটার ৪৫৪৫৮৫ জন। মোট তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১২১ জন। মোট বুথের সংখ্যা জেলায় ১৩০৭টি। এগুলির মধ্যে মহিলা ভোটার পরিচালিত বুথের সংখ্যা ৫০টি। জেলায় ভোট কর্মী ৭০৫২। এদের মধ্যে মহিলা ভোট কর্মী রয়েছেন ২৪২ জন। জেলায় এবার সংবেদনশীল বুথের সংখ্যা ৪৩ টি বলে জানানো হয়েছে। এবার করোনার করানে বুথের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে ২২২টি। প্রতিটি বুথেই থাকবে কোভিড সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা।

জেলা শাসক আয়েষা রানি জানিয়েছেন, ভোট দিতে যাঁরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেককে মাস্ক পরে আসতে হবে। তবে বুথ গুলিতে থাকবে মাস্কের ব্যবস্থা। প্রত্যেক ভোট কর্মীর জন্য ছয় সেট করে মাস্ক থাকবে, ফেস শিল্ড, স্যানিটাইজার থাববে। ভোট কর্মীদের হাতে পড়তে রবারের গ্লাভস। যাতে ইভিএম মেশিনটি সংক্রমণমুক্ত থাকে সেদিকে নজর রাখা হবে। প্রতিটি বুথে থাকবেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। যারা ভোটারদের থার্মাল গানের সাহায্যে শরীরের তাপমাত্র মেপে নেবেন। যাদের শরীরে তাপমাত্র বেশি থাকবে তাদের পাঁচটার পর ভোট দিতে আসার জন্য বলা হবে। করোনা সন্দেহভাজন এমন কেউ থাকলে স্বাস্থ্য নোডাল অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রখে পিপিই পরে ভোট দানের ব্যবস্থা থাকবে। পোস্টাল ব্যালটে আশি বছরের উপর মানুষদের, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং কোভিড রোগীদের জন্য ভোটদানের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

গ্রাম, পাড়ায় দলীয় কর্মসূচি

উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে নন্দীগ্রামে প্রচারে জোর তৃণমূল নেতৃত্বর

নন্দীগ্রামে তৃণমূলের কর্মিসভা। —রঞ্জন মাইতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে বিরোধী শিবিরকে চ্যালঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নন্দীগ্রাম ইউনিট। ব্লক থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত প্রচারে ঝড় তুলতে বিশেষ জোর দিয়েছে দল। এই লাগাতার প্রচার কর্মসূচিতে নতুন ভোটার, যুবদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে এলাকার এসসি, ওবিসি এবং মহিলা ভোটাররা। ইতিমধ্যে বুথ, অঞ্চল এবং ব্লক কমিটি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে । গ্রাম-গঞ্জ-পাড়া ধরে চলছে নিবিড় প্রচার। নন্দীগ্রাম ১ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ জানান, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হিসেবে পেয়ে আমরা রীতিমতো গর্বিত। মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় যে উন্নয়ন হয়েছে, ভোটারদের কাছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরছি আমরা।"

বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের পক্ষ থেকে আব্বাস সিদ্দিকির ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট মমতার বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, এলাকায় ওই নতুন দলের কোনও সংগঠন নেই। মানুষ তাদের চেনে না। স্বাভাবিকভাবে নন্দীগ্রামের মাটিতে সেকুলার ফ্রন্টের ঠাই নেই।

শনিবার দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জামালউদ্দিন মল্লিক এবং কমল জানা। নন্দীগ্রামে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের মধ্যে আগেই আইটিআই কলেজ গড়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবে কর্মসংস্থানের কথা ভেবে কারিগরি শিক্ষার বিষয়টি প্রচারে জায়গা পাচ্ছে। দাবি থাকছে নন্দীগ্রামে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং স্থানীয় সীতানন্দ কলেজে এগ্রিকালচার অনার্স কোর্স, ব্যাচেলর অফ সোসাল ওয়ার্ক কোর্স চালু করার বিষয়ে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রচার জোরদার করছে।

দুই জেলায় আক্রান্ত ৬

ফের পশ্চিম মেদিনীপুরে করোনায় মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক : টানা প্রায় মাস খানেক বিরতির পর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হল এক বাসিন্দার। ফলে এ পর্যন্ত অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় করোনা সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬১১ জন। সেই সঙ্গে নিম্নমুখী সংক্রমণের মধ্যেই দুই মেদিনীপুর জেলায় গত একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হলেন আরো ৬ বাসিন্দা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় মাস দেড়েক ধরে নিম্নমুখী সংক্রমণের মধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুর সহ পার্শ্ববর্তী দুই জেলায় করোনা সংক্রমণের গড় প্রায় একে নেমে এসেছিল। তিন জেলার মোট আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৪৩ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন প্রায় ২০ হাজারেরও অধিক করোনা জয়ী। গত ২৪ ঘণ্টায় ফের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে নতুন করে যথাক্রমে ২ ও ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর ফলে এ পর্যন্ত মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ২০৬৮০ ও ২০২৩৪। তবে পাশের ঝাড়গ্রামের নতুন করে কোন আক্রান্তের খবর না থাকায় মোট করোনা সংক্রমণের সংখ্যা ৩০৪৭ রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট করোনা সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩১০। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব মেদিনীপুর সহ ঝাড়গ্রামে নতুন কোন মৃত্যুর খবর না মেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যাটা যথাক্রমে ২৭৯ ও ২২ রয়েছে। অপরদিকে তিন জেলাতেই এপর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪২ হাজারের অধিক করোনা জয়ী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বাড়ি ফেরার সেই সংখ্যাটা হয়েছে ২০৩১৯।

মেচেদায় মন্দিরে শামিল কীর্তনে

নবান্নে 'নিরপেক্ষ আধিকারিক' বসানোর দাবি তুললেন শুভেন্দু

ইসকন মন্দিরে কীর্তনের অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী। —রঞ্জন মাইতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: নবান্নে 'নিরপেক্ষ আধিকারিক' বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে তালাচাবি লাগানোর দাবি তুললেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা ভাল নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি দফায় ভোট হলেও অস্বাভাবিক হত না। শনিবার মেচেদায় এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে এই দাবি করেন শুভেন্দুবাবু।

এদিন তিনি মেচেদা ইসকন মন্দিরে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর স্মরণোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কীর্তনের আসরেও যোগ দেন তিনি। তার পরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বামফ্রন্টের আমলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, "আমার উপর হামলা চালানো হচ্ছে। এর পরিণতি খুবই খারাপ হবে। এত দম্ভ ভালো না। ২০১১ সাল থেকে দেখে আসছি। গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। নবান্নে এখন যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের এবার ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে সরাতে হবে। এবার নবান্নে নিরপেক্ষ আধিকারিকদের বসাতে হবে। সিএমও-তে তালাচাবি লাগাতে হবে।"

বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভাল ফলের বিষয়ে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলবে। কেউ যদি সারা বছর পড়াশোনা করে, তবে পরীক্ষার সময় তাকে চিন্তা করতে হয় না।" কীর্তনের শেষে তিনি বলেন, "এটা আমার আস্থার জায়গা। সনাতন ধর্মের জায়গা। তাই ভগবান যে আমার সঙ্গে আছেন এই বিশ্বাস আমি করি।" এদিন দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ মেচেদার ইসকন মন্দিরের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে হাজির হন শুভেন্দুবাবু। সেখানে ভক্তদের মাঝে নাম সংকীর্তন, ভজনে মেতে ওঠেন তিনি। এরপর ইসকন মন্দির সংলগ্ন সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের ভবতারিণী মন্দির গিয়ে পুজো, আরতিও করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, "রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে ডিজি, কেউই কোনও কাজ করছেন না। ওঁরা আসলে ভোটের কাজ করছেন। বিষয়টা অবশ্যই এবার নির্বাচন কমিশনকে দেখতে হবে। আমরা এই বিষয়গুলি তুলে ধরব। পশ্চিমবঙ্গের যে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা, তাতে আরও বেশি দফায় ভোট হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

ঝাড়গ্রামে ভোটের দামামা

চার আসনে বিজেপির দাবিদার শতাধিক

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের চার বিধানসভার প্রার্থী পদের জন্য একশোরও বেশি নামের প্রস্তাব গিয়েছে বিজেপির 'ড্রপ বক্সে'। বিজেপির সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের জেলাস্তরের বিভিন্ন সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে যুব মোর্চ, মহিলা মোর্চ সহ অন্য শাখা সংগঠনের বিভিন্ন নেতা প্রার্থী হবেন বলে নিজের নাম প্রস্তাব করছেন। নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য নাম ঘোষণার পালা। তবে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির এবং দলের শাখা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে শতাধিক নাম যাওয়ায় বেশ চাঞ্চল্য রাজনৈতিক মহলে। যদিও এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি জানিয়েছেন, "বিজেপি গণতান্ত্রিক দল। যে কেউ প্রার্থী হওয়ার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেন।" তবে এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়নি ঝাড়গ্রাম তৃণমূলের নেতৃত্ব। রাজ্য তৃণমূলের অন্যতম সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো বলেন, "বিজেপিতে কোনও শৃঙ্খলা নেই। টাকা হাতানোর কৌশল। ভাবছে প্রার্থী হয়ে গেলে টাকা পাব। ১০০ থেকে ১৫০ জন প্রার্থী হতে চাইছে। কারণ এদের অগাদ টাকা আছে। ভাবছে কেমনভাবে টাকা হাতাব। সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সভার জন্য নাকি এক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই টাকা তাঁরা হাতিয়েছেন। যাঁরা বিজেপিতে গিয়েছেন, তাঁরা টাকার লালশায় গিয়েছেন।"

জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম জেলার চারটে বিধানসভার জন্য মহিলা মোর্চার জেলা সভাপতি, জেলা পর্যবেক্ষক, এসটি মোর্চার জেলা সভাপতি, যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক, জেলার যুব মোর্চার এক রাজ্য নেতা, বিজেপির মুখপাত্র, শিক্ষক সংগঠনের একাধিক জেলা নেতা, বিজেপির জেলা সম্পাদক, জেলার তিন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সহ জেলার বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতিদের নামও গিয়েছে প্রার্থী পদের জন্য। জেলা বিজেপির সভাপতি সুখময় শতপথি বলেন, "গণতান্ত্রিক দল। যে কেউই প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারেন। অসুবিধা কোথায়। দলে কোনও গোষ্ঠী নেই।"

ঘাটালে সরব বিজেপি

তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভাঙার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, ঘাটাল: তৃণমূল যুব সভাপতি সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের রোড-শোকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলল বিজেপি। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ তুলেন, বিজেপির ঘাটাল বিধানসভার কনভেনর উত্তম মণ্ডল। তিনি বলেন, "শুক্রবার বিকেল থেকে রাজ্যে নির্বাচনী বিধি চালু হয়েছে। তা সত্ত্বেও তৃণমূল রাস্তার দুই পাশে গাছে ও সরকারি জায়গায় দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানার লাগিয়েছে তৃণমূল। আমরা মনে করি নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয়েছে। আমরা ঘাটালের মহকুমা শাসক, বিডিও এবং নির্বাচন কমিশনকে ই-মেল করে অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেটিও কমিশনে জানানো হয়েছে।" এছাড়া দুই দিন আগে থেকে বিজেপির পতাকা, ফেস্টুন খুলে ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। উত্তমবাবু বলেন, "তৃণমূল যুবনেতা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের রোড শো উপলক্ষে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। পুলিশকে জানিয়েছি।" অভিষেকের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। উত্তমবাবু বলেন, "একজন সংসদের জন্য প্রায় পাঁচ হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে সব দোকান বন্ধ রাখার ফতোয়া জারি করেছে পুলিশে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ এর আগে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর মতো বড় বড় নেতা এসেছেন তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হয় নি।''

মদনের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, খড়গপুর: আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা মদন মিত্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, নির্বাচনী আচরণবিধি না মেনে 'উস্কানিমূলক ও অশান্তি তৈরির' জন্য মন্তব্য করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় মদন মিত্র ডেবরা গ্রামীণ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে কিছু মন্তব্য করেন। পাশাপাশি "হকি স্টিক, ক্রিকেট উইকেট, গোলপোস্টের বার নিয়ে আট বারে খেলা হবে, বিজেপি যা চাইবে তাই দেওয়া হবে" বলে জানিয়েছিলেন। বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নেতা কাশীনাথ বোস বলেছেন, "শুক্রবার ডেবরা উৎসবে এসে যে ধরণের মন্তব্য মদন মিত্র করেছেন, আমরা মনে করি সেগুলি নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের সামিল। নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর মদন মিত্র ডেবরায় এসে উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন। ডেবরাতে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন। তাই নির্বাচন কমিশনের কাছে মদন মিত্রের বিরুদ্ধে যাওয়া হবে।"

ময়নায় তরজা তুঙ্গে

বিজেপির পোস্টার ছেড়া ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক : ময়নায় বিজেপির পোস্টার ছেড়ার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। শনিবার ময়না বিধানসভা এলাকার রাধাবল্লভচক এলাকার এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রসঙ্গত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে দলীয় কর্মী, সমর্থকরা এলাকাজুড়ে ইতিমধ্যেই পোস্টার, ব্যানার লাগিয়েছিল। আর রাস্তার পাশে টাঙানো সেই ফ্লেক্স ও ব্যানার ছিড়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গিয়েছে, বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনার পেছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। ইতিমধ্যেই এমনই অভিযোগ তোলে বিজেপির পক্ষ থেকে ময়না থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ময়নার গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মানিক দাসের মোড় থেকে রাধাবল্লভচক এলাকা পর্যন্ত রাস্তার পাশে লাগানো বিজেপির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি আশিস মণ্ডল বলেন, "এলাকায় একটি স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রচারের উদ্দেশ্যে দলীয় পতাকা সহ ময়না পশ্চিম মণ্ডলের গোকুলনগর অঞ্চলের মানিকদাসের মোড় থেকে রাধাবল্লভচক গজেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ফ্লেক্সগুলি টাঙানো হয়েছিল। কিন্তু গতকাল রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই সকল সংস্থাগুলিকে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে। সারা রাজ্য জুড়ে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। এতে তৃণমূলের অস্তিত্বই বিপন্ন হচ্ছে। এই ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ময়না থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে।" যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ময়না ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত মালাকার জানিয়েছেন, "নব্য ও আদি বিজেপির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে আমাদের নাম এমন মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। মানুষই এর বিচার করবে।"

আগুন আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার, খড়গপুর : বহুতলের পাঁচতলার একটি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে গলগল করে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া ও আগুনের শিখা। ঘটনাটি ঘটেছে খড়গপুর টাউন থানার ইন্দা এলাকা লাগোয়া ওটি রোড এলাকায়। এই বহুতলের একটি ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে আগুন লেগে যায়। পরে দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রান্নাঘরে ফ্রিজে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ফিউজ সারাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে কেশপুরের গোটগেড়িয়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম বিষ্ণুপদ পলমল(৬৮)। বাড়ি কেশপুরেরই ধলহরার ফকিরচকে। তিনি গোটগেড়িয়ায় একটি ধানকলে কাজ করতেন। গ্রামের ট্রান্সফরমারের ফিউজ সারাতে যান তিনি। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

চাষিদের পাশে উদ্যানপালন দফতর

পিঁয়াজ, সবজি সংরক্ষণে 'প্যাক হাউস' তৈরির উদ্যোগ ঝাড়গ্রামে

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম : পিঁয়াজ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য উৎপাদিত সবজি যাতে সুন্দর ভাবে প্যাকিং করে বাজারজাত করা যায় তার জন্য কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি জায়গাতেই তৈরি হয়েছে পিঁয়াজ রাখার জন্য স্টোর এবং প্যাক হাউস। প্যাকেট বন্দি করে যাতে উৎপাদিত বিভিন্ন সবজি গুলি কৃষকরা বাজারজাত করতে পারেন তার জন্য উদ্যানপালন দফতর কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। পিঁয়াজের বর্তমান দাম আকাশ ছোঁয়া। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা উৎপাদিত পিঁয়াজ সংরক্ষণ করতে পারেন না বলে জলের দরে ফোড়েদের কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য হন।

পিঁয়াজ, সবজি সংরক্ষণের উদ্যোগ ঝাড়গ্রামে। —প্রতিম মৈত্র

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষকদের পাশে দাঁড়াতেই প্রশাসন এই ব্যবস্থা নিয়েছে। জামবনি ব্লকের এনেয়াটা গ্রামে এক কৃষক উপভোক্তা আর্থিক সাহায্য পেয়ে তৈরি করেছেন স্বল্পমূল্যের পিঁয়াজ সংরক্ষণ স্টোর। এই সংরক্ষণ কেন্দ্র করতে মোট খরচ হয়েছে এক লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ আর্থিক সাহায্য দিয়েছে সরকার। প্রকৃতিকভাবে বাতানুকুল এই সংরক্ষণ স্থানে পঁচিশ মেট্রিকটন পর্যন্ত পেঁয়াজ মজুত করা যাবে। দুই থেকে তিন মাস ভালো ভাবেই সংরক্ষণ করা যাবে পিঁয়াজ। জামবনি ব্লকের এনয়াটা ছাড়াও এই একই ধরনের পিঁয়াজ স্টোর তৈরি হয়েছে বেলপাহড়িতেও। এছাড়া প্যাক হাউস অর্থাৎ উৎপাদিত বিভিন্ন সবজি যাতে মজুত করে ভালোভাবে প্যাকেটজাত করা যায় তার জন্য বিশেষ ধরনের একটি ঘর তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছে প্রশাসন। এই ঘর তথা প্যাক হাউসে সবজি যাতে না নষ্ট হয় তার জন্য ব্যবস্থা থাকছে।

উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্যাক হাউস গুলি নয় বাই ছয় মিটারের। এর জন্য খরচ হয় চার লক্ষ টাকা। এই খরচের পঞ্চাশ শতাংশ তথা দুই লক্ষ টাকা দিয়েছে সরকার। ঝাড়গ্রাম ব্লকের শুকনিবাসা এবং গোপীবল্লভপুর এই প্যাক হাউস তৈরি হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন কৃষকরা। সুরক্ষিতভাবে সবজি মজুত রাখতে পারবেন তাঁরা।

এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিক খুরসেদ আলম বলেন, "বেলপাহাড়ি, জাবমনিতে দু'টি পিঁয়াজ স্টোর এবং ঝাড়গ্রাম এবং গোপীবল্লভপুরে প্যাক হাউস তৈরি হয়েছে। আর জন্য দফতর পঞ্চাশ শতাংশ আর্থিক সাহায্য করেছে। এর ফলে চাষিরারা নানাভাবে উপকৃত হবেন।"

দোলের আগেই আনন্দে মাতলেন বাসিন্দারা

পাথরায় বসন্ত উৎসব ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে

সম্যক খান

মেদিনীপুর : প্রকৃত দোল উৎসব এখনও প্রায় একমাস দেরি আছে। কিন্তু দামামা বেজে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের মাঝেই পড়েছে দোল উৎসব। কিন্তু তখন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে প্রায় সবাই থাকবেন চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে। নির্বাচনী এই আবহের মধ্যেই মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে মন্দিরময় পাথরায় সম্প্রীতির বিশুদ্ধ অক্সিজেন যোগানের কাজ করে গেলেন ফ্যামের সদস্যরা। দোলের আগেই বসন্ত উৎসবে মেতে উঠলেন তাঁরা। যেখানে হিন্দু, মুসলমান থেকে শুরু করে সমস্ত ধর্মের মানুষই উৎসাহ সহকারে অংশ নিলেন। রঙের ছোঁয়া লাগল শরীরে এবং মনের মনিকোঠাতেও। বসন্ত উৎসব ছুঁয়ে গেল পাথরাবাসীর হৃদয়কে। শুধু পাথরাবাসীই নয়, সেই আনন্দে মেতে উঠলেন বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলার মানুষজনও। কেউ ছুটে এলেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া থেকে তো কেউ ছুটে এলেন কলকাতা, নদিয়া এবং উত্তরবঙ্গ থেকেও। রঙ খেলার পাশাপাশি সারা দিন ধরে সাংস্কৃতিক উৎসবে মেতে উঠল পাথরা। সেইসঙ্গে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটারদের সচেতনতায় অনুষ্ঠিত হল পথনাটিকাও।

পাথরায় বসন্ত উৎসব ঘিরে উন্মাদনা। —নিতাই রক্ষিত

শনিবার মন্দিরময় পাথরাতে আসন্ন দোল উপলক্ষ্যে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিল ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন অফ মেদিনীপুর বা সংক্ষেপে ফ্যাম। ঘুরে ঘুরে ছবি তোলাটাই নেশা ওদের। প্রায় ৫০ জন সদস্য সদস্যা আছে ওই সংগঠনে। কর্মকর্তা আজহারুল পাঠান বলেছেন, দোল উৎসবকে ঘিরে মন্দিরময় পাথরাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরাটাই হচ্ছে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পাথরা পুরাতত্ব সংরক্ষণ কমিটির সম্পাদক ইয়াসিন পাঠান বলেন, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির বাতাবরন যখন চারিদিকে তখন সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতেই তাঁরা গত কয়েক বছর ধরে এধরনের উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উৎসবে আবির মাখার পাশাপাশি ছৌ নাচ, কবিগান, বাউল, কলকাতার ব্যাণ্ড থেকে শুরু করে স্থানীয় কচিকাঁচাদের পারফরম্যান্সে মেতে উঠেছিল গোটা এলাকা। হাজির ছিলেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে সামাজিক কর্মকর্তারাও।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বিয়েবাড়ি সেরে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শালবনির ভাদুতলায়। মৃত ব্যক্তির নাম প্রীতম মাহাতো(২৯)। আহত হয়েছেন অপর বাইক আরোহী অর্কদীপ মাহাতো। গুরুতর আহত অবস্থায় সে বর্তমানে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, শালবনির ধান্যশোল গ্রাম থেকে শুক্রবার রাতে পাড়ার এক দাদার বিয়েতে পিড়াকাটা গিয়েছিল তাঁরা। পরে বাইকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে